[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মুজিবনগর সীমান্তে ২৯ বাংলাদেশিকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার

জেলার অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল জেলার কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকার মোহাম্মদপুরের সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে ৩১ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে নারী- শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাথুলী বিওপির সীমান্ত এলাকার আনুমানিক ১০০ গজ ভেতরে সীমানারেখার ১৩৩/৩ এস পিলারের অভ্যন্তর দিয়ে ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আটক পূর্বে আসাম রাজ্যের তেইমপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার তাদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেন। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

বিজিবির কাছে হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানার জেলেল বস্তির গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে

হানিফুর রহমান (৩৮), তার স্ত্রী লুৎফা খাতুন (২৮), মেয়ে হাবিবা খাতুন (১২), আলিয়া খাতুন (১.৫), ছেলে হাবিবুল্লাহ (০৫); একই এলাকার খাদেমগঞ্জ গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে বাবুল (৫০), তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৪৩), মেয়ে লাভলী খাতুন (২৫), শবনম খাতুন (১৯), ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৪); বেউরঝাকী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮); রত্নাই গ্রামের ধুনিবুলা মোহাম্মদের ছেলে আজিজুল হক (৪৫) এবং লক্ষহাট গ্রামের আব্দুল লতিবের ছেলে হাতেম (৫২)।

হানিফুর রহমান জানান, তিন বছর আগে জীবিকার তাগিদে পানিপথ দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছিলাম। আসাম রাজ্যের হরিয়ানাতে পাপোস তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। গত মাসের ২১ তারিখে ভারতের পুলিশ আমাদের আটক করে। এরপর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আমাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরে পৃথক পতাকা বৈঠকে ২২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শুক্রবার সকালে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৪ জনকে ফেরত দেওয়ার পর সন্ধ্যায় আরেক দফায় আরও ১৮ জনকে ফেরত দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের ১৪৭ নম্বর পিলারের কাছে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা বাংলাদেশিরা সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পরে বিএসএফ তাদের আটক করে। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬২

বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারিতে রয়েছে বিজিবি।

মুজিবনগরে পতাকা বৈঠকে শিশু-সহ ৪ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে তাদের হস্তান্তর করা হয়। তারা হলেন-চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার শহিদুল্লাহর ছেলে রতন হোসেন (৩৭), রতনের স্ত্রী রাবেয়া আক্তার (৩৪), মেয়ে হাবিবা খাতুন ও ছেলে ইমাম হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) পরিচাললক অধিনায়ক লে: কর্ণেল মো: নাজমুল হাসান জানান, বিজিবির মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাসার মিয়া এবং বিএসএফের কৃশানগর কোম্পানি কমান্ডার ধর্মবীর সিং বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) পরিচালক নাজমুল হাসান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে উপজেলার দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে দর্শনা কম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকের আলোচনার এক পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিল।

নাজমুল হাসান আরো জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

পরে তাদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১২ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] (Q [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (Q [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]